শতবর্ষের এক জন্মদিন

কাইউম পারভেজ

শতবর্ষ আগে একজন খোকা জন্মেছিলো।

ছায়া সুনিবিড় কাননে তখন পাখিদের কোলাহল।

ফুলেরা সেদিন কানাকানি করেছিলো -

খোকা এসেছে খোকা এসেছে – পৃথিবীটা বদলে দিতে।

ফুলেদের ভাষা পাখিদের তান সেদিন বোঝেনি কেউ বুঝেছিলেন একজন– তিনি ঈশ্বর।

তিনি তাকে তৈরী করলেন ঠিক সেইভাবে।

খোকা গরিবী সইতে পারে না খোকা মানুষের অনটনে কষ্ট পায়।

দুর্ভিক্ষে বাবার ধানের গোলা খুলে দেয়।

খোকা খোকা তোর পাগলামোটা রাখ – চেঁচায় বাবা।

স্কুল পড়ুয়া খোকা বলে – থাক না বাবা -ওদের কোন খাবার নেই।

শতবর্ষ পরে আজ সে খোকা চির নিদ্রায়।

অনাহারী সেই মানুষের আর্তনাদ – খোকা তুমি কোথায়?

শতবর্ষ আগে একজন খোকা জন্মেছিলো।

মানুষের অভাব অনটন দুঃখ নির্যাতন দেখে কেবলই কেঁদেছিলো।

একদিন সে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা হয়ে স্বপ্ন দেখালো। বললো আর নয়

এবার তো ঘুরে দাঁড়াবার সময়।

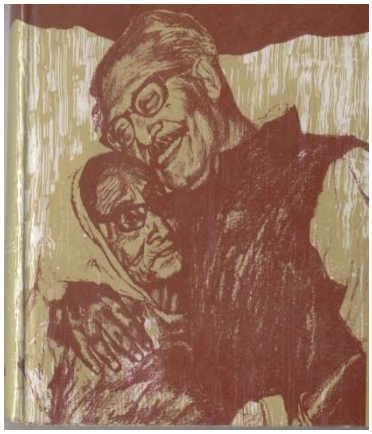

খোকা এবার মুজিব হলো। অভিন্ন লক্ষ্য তার।

শোষকের দফা রফায় ছয়টি দফা যার।

শোষিত বঞ্চিতরা স্বপ্ন দেখে স্বাধিকার – স্বাধীনতা।

মুজিব কারাবাসে যায় আর আসে সতেরো বছর কাটায়।

বত্রিশ বছর আন্দোলনে বাইশবার হাজতী হয়।

শতবর্ষ পরে আজ সে মুজিবের জন্মদিন

স্বপ্নপ্রিয় সেই মানষের প্রিয় মানুষ মুজিব তুমি কোথায়?

শতবর্ষ আগে একজন মুজিব জন্মেছিলো।

শোষিত বঞ্চিতদের শিখিয়েছিলো জয়বাংলা।

স্বাধীনতার মন্ত্রে জাগিয়েছিলো স্বাধীন বাংলা ।

মুজিব এবার বঙ্গবন্ধু হলো। হায়নারা সব ঝাঁপিয়ে পড়লো।

নয়মাস কেবল মানুষ হায়নার লড়াই।

জয়বাংলা ধ্বনিতে বজ্রকন্ঠে কাঁপাই।

স্বাধীনতা কেবলই স্বাধীনতা চাই – মানুষের সাথে হায়নার লড়াই।

সেই স্বাধীনতা হলো – বঙ্গবন্ধু ফিরে এলো।

শতবর্ষ পরে আজ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন

আজ কি খুশীর না কোন শোকের দিন?

শতবর্ষ আগে একজন বঙ্গবন্ধু জন্মেছিলো।

একটি জাতির জন্ম দিয়ে জাতির পিতা হলো ।

সে জাতি-ই তাকে নৃশংসতায় হত্যা করেছিলো।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ঘুমিয়ে আছেন টুঙ্গিপাড়ায় সময় যে বহমান।

শতবর্ষ পরে আজ সে পিতার জন্মদিন

আজকে আমার আনন্দ আর অশ্রু ঝরার দিন।